MAY 18 1999

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষক স্বল্পতা □ টাঙ্গাইলের চরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিঘ্নিত

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ যমুনার ভাঙন টাঙ্গাইলের চরাঞ্চলকে শুধু আর্থিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে না, বর্তমানে তা চরাঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকেও হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চলের ২টি ইউনিয়নের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে দীর্ঘদিন 'যাবৎ' শিক্ষক স্বল্পতা বিরাজ করছে। এতে ওই অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে বলে টাঙ্গাইল থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে।

টাঙ্গাইল থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানান, সর্বনাশা যমুনার ভাঙন প্রতিবছর চরাঞ্চলের হুগড়া এবং কাতুলী ইউনিয়নে মানুষের ঘরবাড়ি জমি-জিরাত কেড়ে নিয়ে যেমনিভাবে ইউনিয়ন দুটি আর্থিকভাবে পঙ্গু করে দিচ্ছে, ঠিক তেমনিভাবে উক্ত ইউনিয়ন দু'টি সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকেও বর্তমানে হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছে। প্রতি বছরের যমুনার ভাঙনে জমি-জিরাতের সঙ্গে ইউনিয়ন ২টিতে যেসব সামান্য কাঁচা রাস্তাঘাটগুলো রয়েছে, তারও ব্যাপক ক্ষতি সাধন করছে। ফলে চরাঞ্চলের এই ইউনিয়ন ২টি সুষ্ঠু যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকায় পরিণত হয়েছে। যার জন্য ওই বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগদানের পরও তাদের অধিকাংশই বিভিন্ন স্থানে তদ্বিরের মাধ্যমে সুবিধাজনক স্থানে বদলি হচ্ছে। এতে চরাঞ্চলের এই ইউনিয়ন ২টির সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষক স্বল্পতা বিরাজ করছে। ফলে টাঙ্গাইলের চরাঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

চরাঞ্চলের এই দুটি ইউনিয়নে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩টি। মোট ছাত্রছাত্রী ৫ হাজার ৮শ' ২৫ জন। এই বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর বিপরীতে শিক্ষক মাত্র ৪৭ জন।

টাঙ্গাইল থানা শিক্ষা অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্রটি জানান ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় শিক্ষকের স্বল্পতা এ থানার আর কোথাও নেই। সূত্র আরো জানান, যমুনার ভাঙন কবলিত উক্ত দু'টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাতের এমনতর অবস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ চলে আসছে। যার দরুন টাঙ্গাইলের চরাঞ্চলের যমুনা ভাঙন কবলিত এই দুইটি ইউনিয়নের সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।